সিরাজগঞ্জে ট্রাক খাদে পড়ে স্বামী-স্ত্রীসহ নিহত ৩

সিরাজগঞ্জের রায়গঞ্জ উপজেলায় সয়াবিন তেলবোঝাই ট্রাক খাদে পড়ে স্বামী স্ত্রীসহ তিনজন নিহত হয়েছেন। এসময় আহত হয়েছেন অন্তত তিনজন।

মঙ্গলবার ভোরে ঢাকা-বগুড়া মহাসড়কের নলকা ব্রিজের পাশে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহতরা হলেন- দিনাজপুর জেলার নবাবগঞ্জ উপজেলার রামপুরা গ্রামের মৃত আবু সাইদের ছেলে আলী আকবর (২৮) ও তার স্ত্রী নুরজাহান বেগম
(২০) এবং জয়পুরহাট জেলার পাঁচবিবি উপজেলার নুরুল ইসলামের ছেলে সোহেল রানা (২২)।

হাটিকুমরুল হাইওয়ে থানার এসআই রফিকুল ইসলাম জানান, ভোরে ঢাকা থেকে সয়াবিন তেলের ড্রামভর্তি একটি ট্রাক দিনাজপুর যাচ্ছিল। পথে নলকা ব্রিজের পাশে পৌঁছালে ট্রাকটি নিয়ন্ত্রণ হারিয় খাদে পড়ে যায়।

এ সময় ঘটনাস্থলে একজন এবং হাসপাতালে নেয়ার পথে দুজনের মৃত্যু হয়। গুরুতর আহত অপর তিনজনকে স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। সূত্র-যুগান্তর

আঘাত হানতে পারে সিডরের সমান শক্তিতে

* মোংলা ও পায়রায় ৭ নম্বর এবং চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার সমুদ্রবন্দরে ৬ নম্বর বিপদসংকেত

* ঘণ্টায় ১৬-২২ কিলোমিটার বেগে উপকূলের দিকে এগোচ্ছে, বুধবার ভোর থেকে সন্ধ্যার মধ্যে যে কোনো সময় আছড়ে পড়তে পারে

* ৪-৫ ফুট অধিক উচ্চতার জলোচ্ছ্বাস হতে পারে

আম্পান
প্রবল বেগে ধেয়ে আসছে সুপার ঘূর্ণিঝড় ‘আম্পান’। এটি আগামীকাল বুধবার খুব ভোর থেকে সন্ধ্যার মধ্যে যে কোনো সময়ে ভারতের পশ্চিমবঙ্গের দিঘা থেকে বাংলাদেশের নোয়াখালীর হাতিয়া দ্বীপ পর্যন্ত উপকূলজুড়েই আছড়ে পড়তে পারে। তবে এটির মূল চোখ দুই দেশের সুন্দরবনের ওপর দিয়ে উঠতে পারে বলে বিশেষজ্ঞরা কম্পিউটারের মডেল বিশ্লেষণ করে ধারণা করছেন। এতে উভয় দেশই বড় ধরনের ক্ষয়ক্ষতি থেকে বেঁচে যাবে। ৫টি ক্যাটাগরির ঘূর্ণিঝড়ের মধ্যে ‘সুপার ঘূর্ণিঝড়’ সর্বোচ্চ মাত্রার। এটি সবচেয়ে শক্তিসম্পন্ন ও ভয়াবহ।

বিশ্ব আবহাওয়া সংস্থা (ডব্লিউএমও) জানিয়েছে, ‘আম্পান’ ঘণ্টায় গড়ে ২২ কিলোমিটার বেগে এগোচ্ছে উপকূলের দিকে। শক্তি সঞ্চয় করে ‘সুপার সাইক্লোনে’ রূপ নিয়েছে এটি। প্রতিনিয়তই এর শক্তি বাড়ছে। তবে আবহাওয়াবিদরা জানান, বাংলাদেশ উপকূলে আঘাত হানার সময় এর গতি কিছুটা কমে ‘এক্সট্রিম সিভিয়ার সাইক্লোন’ বা ‘অতিপ্রবল ঘূর্ণিঝড়ে’ রূপ নিতে পারে। এর পরও ঘূর্ণিঝড়টি ২০০৭ সালের সিডরের মতোই শক্তি নিয়ে আসতে পারে।

সোমবার রাত ১টায় এ রিপোর্ট লেখাকালে আন্তর্জাতিক ঘূর্ণিঝড় সতর্কীকরণ কেন্দ্রগুলোর দেয়া তথ্যমতে, ঝড়টির কেন্দ্র থেকে ৯০ কিলোমিটারের মধ্যে বাতাসের একটানা গতিবেগ ঘণ্টায় ২৬৮ কিলোমিটার ছিল। যা দমকা বা ঝড়ো হাওয়া আকারে ২৮০ কিলোমিটার পর্যন্ত বৃদ্ধি পাচ্ছে।

তবে বাংলাদেশে আঘাতের সময় এর গতি সর্বোচ্চ ১৮০ থেকে ২২০ কিলোমিটার পর্যন্ত হতে পারে। এটি রাত ১২টায় বাংলাদেশ উপকূল থেকে গড়ে সাড়ে ৯শ’ কিলোমিটার দূরে অবস্থান করছিল। সিডরের গতি ছিল ঘণ্টায় ২২৩ কিলোমিটার। ২০০৭ সালের ১৫ নভেম্বর বাংলাদেশের খুলনা ও বরিশাল বিভাগের মাঝখানে প্রবাহিত বলেশ্বর নদীর মুখ দিয়ে সুন্দরবন অতিক্রম করেছিল সিডর।

তবে বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদফতরের (বিএমডি) আবহাওয়াবিদ ড. মুহাম্মদ আবুল কালাম মল্লিক যুগান্তরকে বলেন, ১৯ মে দিবাগত ভোররাত (২০ মে সকাল) থেকে পরবর্তী ১২ ঘণ্টার মধ্যে এটি বাংলাদেশের উপকূলে আঘাত হানতে পারে। বর্তমানে বাতাসের গতি যেটাই থাকুক কেন, আঘাত হানারকালে এর গতি ঘণ্টায় সর্বোচ্চ ২২০ কিলোমিটার পর্যন্ত হতে

পারে।

কেননা, ঘূর্ণিঝড় যতক্ষণ সাগরে থাকে তখন এর শক্তি সরবরাহ হয়। আর ঝড়ের অগ্রবর্তী অংশ যখন উপকূলে পৌঁছায় তখন শক্তি সরবরাহ কমতে থাকে। ফলে তা দুর্বল হতে শুরু করে। ওই অবস্থায় ঝড়ের প্রকৃত শক্তি থাকে না।

সোমবার রাত ১২টায় ২১ নম্বর বিশেষ বিজ্ঞপ্তিতে বিএমডি বলেছে, ঘূর্ণিঝড় আম্পানের কারণে মোংলা ও পায়রা সমুদ্রবন্দরসমূহকে ৭ নম্বর বিপদসংকেত দেখাতে বলা হয়েছে। উপকূলীয় জেলা সাতক্ষীরা, খুলনা, বাগেরহাট, ঝালকাঠি, পিরোজপুর, বরগুনা, পটুয়াখালী, ভোলা, বরিশাল, লক্ষ্মীপুর, চাঁদপুর, নোয়াখালী, ফেনী, চট্টগ্রাম ও তাদের অদূরবর্তী দ্বীপ এবং চরসমূহ ৭ নম্বর বিপদ সংকেতের আওতায় থাকবে।

এ ছাড়া চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার সমুদ্রবন্দরে ৬ নম্বর বিপদ সংকেত দেখাতে বলা হয়েছে। ঘূর্ণিঝড় এবং অমাবস্যার প্রভাবে উপকূলীয় জেলা সাতক্ষীরা, খুলনা, বাগেরহাট, ঝালকাঠি, পিরোজপুর, বরগুনা, পটুয়াখালী, ভোলা, বরিশাল, লক্ষ্মীপুর, চাঁদপুর, নোয়াখালী, ফেনী, চট্টগ্রাম ও তাদের অদূরবর্তী দ্বীপ এবং চরসমূহের ভারি থেকে অতি ভারি বর্ষণসহ ঘণ্টায় ১৪০-১৬০ কিলোমিটার বেগে দমকা অথবা ঝড়ো হাওয়া বয়ে যেতে পারে। নিম্নাঞ্চল স্বাভাবিক জোয়ারের চেয়ে ৪-৫ ফুট অধিক উচ্চতার জলোচ্ছ্বাসে প্লাবিত হতে পারে।

ঘূর্ণিঝড় অতিক্রমকালে সাতক্ষীরা, খুলনা, বাগেরহাট, ঝালকাঠি, পিরোজপুর, বরগুনা, পটুয়াখালী, ভোলা, বরিশাল, লক্ষ্মীপুর, চাঁদপুর, নোয়াখালী, ফেনী, চট্টগ্রাম জেলায় এবং তাদের অদূরবর্তী দ্বীপ ও চরসমূহে ভারি থেকে অতি ভারি বর্ষণসহ ঘণ্টায় ১৪০-১৬০ কিলোমিটার বেগে দমকা অথবা ঝড়ো হাওয়া বয়ে যেতে পারে।

আর বুয়েটের পানি ও বন্যা ব্যবস্থাপনা ইন্সটিটিউটের অধ্যাপক ড. একেএম সাইফুল ইসলাম যুগান্তরকে বলেন, আম্পান ইতোমধ্যে ‘সুপার সাইক্লোনে’ পরিণত হয়েছে। এটি ক্রমেই শক্তিশালী হয়ে উঠছে। যদিও বাংলাদেশে আঘাত হানার সময় শক্তি কিছুটা দুর্বল হয়ে যেতে পারে।

কিন্তু তখনও এটি ‘এক্সট্রিম সিভিয়ার সাইক্লোন’ হিসেবে থাকতে পারে। এই ঝড়ের প্রধান দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে অমাবস্যা। আগামী ২২ মে অমাবস্যা হতে পারে। এতে ঝড়ের সঙ্গে বাড়তি জলোচ্ছ্বাস (১২-১৩ ফুট) হতে পারে। গত ১৫ মে গভীর নিম্নচাপ

সৃষ্টি হয় সাগরে।

এর আগে এটি লঘুচাপ ও নিম্নচাপ পর্যায়ে ছিল। তখন পর্যন্ত এর গতিমুখ ভারতের তামিলনাড়ু রাজ্যমুখী ছিল। ১৬ মে এটি সামান্য পূর্বদিকে বাঁক নেয়। তখন এটি ভারতের অন্ধ্রপ্রদেশ ও ওড়িশামুখী ছিল। পরে ১৭ মে রাত ৯টায় পূর্বদিকে বেশ বেঁকে যায় ঘূর্ণিঝড়টি। ১৮ মে সোমবার সকাল ৮টা নাগাদ আরেক দফা বাঁক নিয়েছে। ফলে এটি এখন ভারতের পশ্চিমবঙ্গ আর বাংলাদেশের দিকেই এগোচ্ছে বলে কম্পিউটার মডেল বিশ্লেষণে দেখা যাচ্ছে।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তিতে বিএমডি বলেছে, পশ্চিম মধ্য বঙ্গোপসাগর ও তৎসংলগ্ন এলাকায় অবস্থানরত সুপার ঘূর্ণিঝড় ‘আম্পান’ উত্তরদিকে অগ্রসর হয়ে বর্তমানে একই এলাকায় অবস্থান করছে। এটি রাত ১২টায় চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দর থেকে ৯৮৫ কিলোমিটার দক্ষিণ/দক্ষিণ-পশ্চিমে, কক্সবাজার সমুদ্রবন্দর থেকে ৯৩০ কিলোমিটার দক্ষিণ/দক্ষিণ-পশ্চিমে, মোংলা সমুদ্রবন্দর থেকে ৮৮৫ কিলোমিটার দক্ষিণ/দক্ষিণ-পশ্চিমে এবং পায়রা সমুদ্রবন্দর থেকে ৮৭৫ কিলোমিটার দক্ষিণ/দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থান করছিল।

এটি আরও উত্তর দিকে সরে আসতে পারে এবং দিক পরিবর্তন করে উত্তর-উত্তরপূর্ব দিকে অগ্রসর হয়ে খুলনা ও চট্টগ্রামের মধ্যবর্তী অঞ্চল দিয়ে বাংলাদেশের উপকূল অতিক্রম করতে পারে।

বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, সুপার ঘূর্ণিঝড় কেন্দ্রের ৯০ কিলোমিটারের মধ্যে বাতাসের একটানা সর্বোচ্চ গতিবেগ ঘণ্টায় ২২৫ কিলোমিটার, যা দমকা অথবা ঝড়ো হাওয়া আকারে ২৪৫ কিলোমিটার পর্যন্ত বৃদ্ধি পাচ্ছে। সুপার ঘূর্ণিঝড় কেন্দ্রের কাঝে সাগর খুবই বিক্ষুব্ধ রয়েছে।

এ কারণে মোংলা ও পায়রা সমুদ্রবন্দরকে ৭ নম্বর এবং চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার সমুদ্রবন্দরকে ৬ নম্বর বিপদসংকেত দেখিয়ে যেতে বলা হয়েছে। উত্তর বঙ্গোপসাগর ও গভীর সাগরে অবস্থানরত সব মাছ ধরার নৌকা ও ট্রলারকে অতিসত্ত্বর নিরাপদ আশ্রয়ে যেতে বলা হয়েছে। পাশাপাশি পরবর্তী নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত নিরাপদ আশ্রয়ে থাকতে বলা হয়েছে।

তবে ভারতীয় আবহাওয়া বিভাগ (আইএমডি) এবং জয়েন্ট টাইফুন ওয়ার্নিং সেন্টার (জেটিডব্লিউসি) বলছে, দুপুর ১২টার দিকেই এটি ‘সুপার সাইক্লোন’ বা সর্বোচ্চ মাত্রার ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হয়েছে। ওই সময়ে

এর বাতাসের সর্বোচ্চ একটানা গতিবেগ ছিল ২৫৯ কিলোমিটার।

পরে উভয় সংস্থার সন্ধ্যার বুলেটিনে বলা হয়, ঝড়টির বাতাসের গতিবেগ বেড়ে প্রতি ঘণ্টায় ২৬৮ কিলোমিটার হয়েছে। এটি আরও শক্তিশালী ঝড়ে পরিণত হওয়ার আশঙ্কা আছে। বুধবার সন্ধ্যায় পশ্চিমবঙ্গের দিঘা এবং বাংলাদেশের হাতিয়া দিয়ে স্থলভাগে আঘাত হানতে পারে এই ঝড়।

প্রসঙ্গত, ঘূর্ণিঝড়ের ৫টি ক্যাটাগরি আছে। পঞ্চম বা সবচেয়ে ভয়ংকর রূপটির নাম ‘সুপার সাইক্লোন’। বাতাসের গতি যখন ঘণ্টায় ২২১ কিলোমিটারের উপরে থাকে তখন সেটিকে সুপার সাইক্লোন বলে। রাত ১টায় আম্পানের বাতাসের গতিবেগ ছিল ঘণ্টায় ২৬৮ কিলোমিটার। চার নম্বর ক্যাটাগরি হচ্ছে এক্সট্রিম সিভিয়ার সাইক্লোন।

এর বাতাসের গতি থাকে ১৬৬-২২০ কিলোমিটার। তৃতীয় পর্যায়েরটির নাম ভেরি সিভিয়ার সাইক্লোন। এর বাতাসের গতি থাকে ১১৮-১৬৫ কিলোমিটার। দ্বিতীয় ক্যাটাগরির নাম সিভিয়ার সাইক্লোন। এর বাতাসের গতি ৮৯-১১৭ কিলোমিটার। আর প্রথম ক্যাটাগরির ঘূণিঝড়ে বাতাসের গতি থাকে ৬৫-৮৮ কিলোমিটার।

বুয়েটের অধ্যাপক একেএম সাইফুল ইসলাম বলেন, বঙ্গোপসাগরের সর্বশেষ ঘূর্ণিঝড় ‘ফণী’র অভিজ্ঞতা থেকে বলা যায় যে, উপকূলের কাছাকাছি এলে এর শক্তি কিছুটা কমে যেতে পারে। কিন্তু তাও এর গতি ১৯৭০ সালের ভোলা সাইক্লোন বা ১৯৯১ সালের সাইক্লোন কিংবা ২০০৭ সালের ঘূর্ণিঝড় সিডরের মতোই শক্তি নিয়ে আছড়ে পড়তে পারে।

তেমনটি হলে বাংলাদেশের ভয়াবহ পরিণতি হতে পারে। এই তিনটি ঝড়ের বাতাসের গতিবেগ ছিল ২২০-২৪০ কিলোমিটারের মধ্যে। পাশাপাশি ১৫-৩৩ ফুট পর্যন্ত জলোচ্ছ্বাস হয়েছিল। তবে বিভিন্ন কম্পিউটারের মডেল আশা দেখাচ্ছে। হয়তো শেষপর্যন্ত ভারত ও বাংলাদেশের সীমানায় সুন্দরবনের মধ্যে ঝড়টির মূল চোখ প্রবেশ করতে পারে। এতে বড় ধরনের ক্ষতি থেকে বেঁচে যাওয়ার আশা আছে। কিন্তু ঝড়টির চারদিকের বাতাসের গতি ও ঘূর্ণন অনেক ক্ষতি বয়ে আনবে।

বুয়েটের এই অধ্যাপক আরও বলেন, এই মুহূর্তে জরুরি ভিত্তিতে ঘূর্ণিঝড়ের সম্ভাব্য দুর্গতদের আশ্রয় কেন্দ্রে নেয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ দরকার। কেননা, এবারের পরিস্থিতি অন্যবারের মতো নয়। প্রথমত, রমজান মাস, দ্বিতীয়ত করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাব চলছে। একদিকে স্বাস্থ্যকর্মীদের পিপিই, মাস্ক ও হ্যান্ড স্যানিটাইজারসহ অন্যান্য সামগ্রী দিতে হবে। প্রায় ৬০ হাজার স্বেচ্ছাসেবক থাকলেও

তাদের কাজে লাগানো বড় চ্যালেঞ্জ।

পাশাপাশি আশ্রয় কেন্দ্রে যাদের নেয়া হবে তাদের সুরক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। এ জন্য এবার আশ্রয় কেন্দ্রের সংখ্যা বাড়াতে হবে। মনে রাখতে হবে, আশ্রয় কেন্দ্রে যদি সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিত করা না হয়, তাহলে মহামারী আরও ভয়ংকর রূপ লাভ করবে। ইতোমধ্যে করোনার প্রকোপ খুবই উদ্বেগজনক পর্যায়ে আছে।

সরকারি সূত্রগুলো বলছে, মঙ্গলবার সকাল থেকে ঝড়ের অগ্রবর্তী অংশের প্রভাব বাংলাদেশে পড়তে পারে। তবে দুর্গতদের আশ্রয় কেন্দ্রে নেয়া শুরু হবে মঙ্গলবার বিকাল থেকে। সন্ধ্যার মধ্যে সবাইকে স্থানান্তর নিশ্চিতের পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে বলে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে।

এ ব্যাপারে ওই মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব শাহ কামাল বলেন, আবহাওয়া অধিদফতরের তথ্য অনুযায়ী ঘূর্ণিঝড়টি এখন যে গতিতে এগিয়ে আসছে তাতে এটি বুধবার সকালের পর যে কোনো সময় বাংলাদেশের উপকূল অতিক্রম করতে পারে। তাই মঙ্গলবার বিকাল থেকে উপকূলীয় এলাকার মানুষকে আশ্রয় কেন্দ্রে নেয়া শুরু হবে।

তিনি বলেন, এবার দুর্গতদের সামাজিক দূরত্ব মেনে আশ্রয় কেন্দ্রে ব্যবস্থা করতে হবে। গাদাগাদি করে যাতে না থাকে এ জন্য আমরা স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসাসহ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো আশ্রয় কেন্দ্ররূপে ব্যবহার করছি। এ ছাড়া আরও ৫ হাজার সাইক্লোন শেল্টারও প্রস্তুত করা হয়েছে।

সারা দেশে প্রস্তুত ১২ হাজার আশ্রয় কেন্দ্র: ঘূর্ণিঝড় আম্পান উপকূলের দিকে ধেয়ে আসার প্রেক্ষাপটে ৫১ লাখ ৯০ হাজার মানুষের জন্য ১২ হাজার ৭৮টি আশ্রয় কেন্দ্র প্রস্তুত রয়েছে। আজ সকাল থেকে মানুষদের আশ্রয় কেন্দ্রে নেয়ার কাজ শুরু হবে বলে জানিয়েছেন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী ডা. মো. এনামুর রহমান। সোমবার সচিবালয়ে ঘূর্ণিঝড় আম্পান মোকাবেলায় সরকারের প্রস্তুতি বিষয়ে অনলাইন ব্রিফিংয়ে তিনি এ কথা জানান।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, করোনা সংক্রমণের সময়, তাই প্রত্যেকটি আশ্রয় কেন্দ্রে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার জন্য বলেছি। যারা আশ্রয় কেন্দ্রে আসবেন তাদের মাস্ক ব্যবহারের নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। আমাদের সিপিপি (ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি) ভলান্টিয়ারদের নির্দেশনা দেয়া হয়েছে তারা যেন আগামীকাল সকাল থেকে সবাইকে আশ্রয়

কেন্দ্রে আনার কাজ করেন। এ কাজকে ত্বরান্বিত করার জন্য আইনশৃঙ্খলা বাহিনীও কাজ করবে।

মঙ্গলবার রাতের মধ্যে সবাইকে আশ্রয় কেন্দ্রে নেয়া হবে জানিয়ে ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী বলেন, সোমবার দুপুর পর্যন্ত দুই হাজার ৫৬০ মানুষ আশ্রয় কেন্দ্রে গেছেন। কেন্দ্রে যারা আশ্রয় নেবেন তাদের জন্য তিন হাজার ১০০ টন চাল, ৫০ লাখ নগদ টাকা, শিশু খাদ্য কিনতে ৩১ লাখ টাকা, গোখাদ্য কিনতে ২৮ লাখ টাকা এবং চার হাজার ২০০ প্যাকেট শুকনা খাবার পাঠানো হয়েছে বলে তিনি জানান।

রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির প্রস্তুতি: ঘূর্ণিঝড় ‘আম্পান’ মোকাবেলায় প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি। ইতোমধ্যে, উপকূলীয় ১৩ জেলাসহ চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার জেলা রেড ক্রিসেন্ট ইউনিটসমূহকে সব ধরনের প্রস্তুতি গ্রহণের নির্দেশনা প্রদান করেছে সোসাইটির জাতীয় সদর দফতর।

এছাড়াও প্রস্তুত রাখা হয়েছে ন্যাশনাল ডিজাস্টার রেসপন্স টিম, ইউনিট ডিজাস্টার রেসপন্স টিমসহ সব কয়টি উপকূলীয় জেলা রেড ক্রিসেন্ট ইউনিটের স্বেচ্ছাসেবকগণ ও ইউনিট কর্মকর্তাদের। ঘূর্ণিঝড় পূর্ব প্রস্তুতি হিসেবে উপকূলীয় অঞ্চলের সাইক্লোন শেল্টারে সম্ভাব্য আশ্রয় নেয়া প্রায় ৩০ হাজার লোকের জন্য খাদ্য সহায়তা প্রদানের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

পাশাপাশি, সাইক্লোন শেল্টারে আসা লোকজন যেন সামাজিক দূরত্ব ও স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলে সে ব্যাপারে স্বাস্থ্য সুরক্ষা উপকরণ বিতরণসহ নানা প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়েছে। রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি জানায়, ঘূর্ণিঝড় আম্পানের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে জনগণকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিতে উপকূলীয় অঞ্চলের ২২টি সাইক্লোন শেল্টারকে সম্পূর্ণভাবে প্রস্তুত করা হয়েছে।

খুলনা ব্যুরো জানায়, ঘূর্ণিঝড় ‘আম্পান’র সম্ভাব্য ক্ষয়ক্ষতি এড়াতে খুলনার ৩৬১টি আশ্রয় কেন্দ্র প্রস্তুত রাখা হয়েছে। একই সঙ্গে উপকূলীয় এলাকার সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খুলে দেয়া হয়েছে। ২ লাখ ৩৮ হাজার ৯৫০ জনকে এসব আশ্রয় কেন্দ্রে আনার পদক্ষেপও নেয়া হয়েছে। ঝড়ের সার্বিক বিষয়ে পর্যবেক্ষণের জন্য জেলা-উপজেলা পর্যায়ে কন্ট্রোল রুম খোলা হয়েছে।

এরই মধ্যে উপকূলবাসীকে সতর্ক করতে মাইকিং শুরু হয়েছে। ক্ষয়ক্ষতি এড়াতে জেলার কয়রা, পাইকগাছা, দাকোপ ও বটিয়াঘাটাসহ বিভিন্ন

উপজেলায় রেডক্রিসেন্ট, সিপিপিসহ ২ হাজার ৪৬০ জন স্বেচ্ছাসেবক কাজ করছেন। এছাড়া বেসরকারি এনজিও’র উদ্যোগে রয়েছে আরও ১ হাজার ১০০ স্বেচ্ছাসেবক। এরই মধ্যে আশ্রয় কেন্দ্রগুলো পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করা হয়েছে। সেখানে প্রয়োজনীয় খাদ্য সামগ্রী বরাদ্দ দেয়া হয়েছে।

মোংলা প্রতিনিধি জানান, ঘূর্ণিঝড় আম্পানের কারণে মোংলা সমুদ্র বন্দরকে ৭ নম্বর বিপদ সংকেত দেখিয়ে যেতে বলেছে আবহাওয়া অফিস। ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে সাগর ও সুন্দরবন সংলগ্ন নদনদী উত্তাল থাকলেও স্বাভাবিক আবহাওয়া বিরাজ করছে মোংলাসহ সুন্দরবনসহ আশপাশ উপকূলীয় এলাকা জুড়ে।

যার ফলে মোংলা বন্দরে পণ্য বোঝাই-খালাস ও পরিবহনের কাজ চলছে স্বাভাবিকভাবে। মোংলা বন্দরে কয়লা ও ক্লিংকারবাহীসহ মোট ১১টি বিদেশি বাণিজ্যিক জাহাজ অবস্থান করছে এবং স্বাভাবিক পণ্য ওঠানামার কাজ চলছে বলে জানিয়েছে বন্দরের হারবার বিভাগ।

বন্দরের হারবার মাস্টার কমান্ডার ফখর উদ্দিন জানান, ঘূর্ণিঝড় আম্পানের কারণে জরুরি কন্ট্রোল রুম খুলেছে বন্দর কর্তৃপক্ষ। বিকালে ৭ নম্বর বিপদ সংকেত জারি হওয়ার পর বন্দরে অ্যালার্ট-৩ জারি করা হয়েছে। এ ছাড়া পৃথক দুটি কন্টোল রুম খোলা হয়েছে বন্দরে। মোংলা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. রাহাত মান্নান জানান, ঘূর্ণিঝড় মোকাবেলায়, উপজেলার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মিলিয়ে মোট ১০৩টি আশ্রয় কেন্দ্র প্রস্তুত রাখা হয়েছে।

ভোলা প্রতিনিধি জানান, জেলায় ঘূর্ণিঝড় আম্পান আঘাত হানার আগেই দ্রুত ক্ষেতের ধান কেটে ঘরে নেয়ার জন্য মাইকিং করা হচ্ছে। রোববার বিকালে জরুরি বৈঠকের পর জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ মাসুদ আলম সিদ্দিকের নির্দেশে কৃষি বিভাগ মাইকিং শুরু করে। কৃষি বিভাগের উপ-পরিচালক হিরা লাল মধু জানান, এ বছর জেলায় ৩৮ হাজার ৭৮৮ হেক্টর জমিতে বোরো ধানের চাষ হয়েছে।

এ অঞ্চলের কৃষকরা একটু দেরিতে ধান কাটে। এ ছাড়া করোনা ভাইরাসের দুর্যোগকালীন সময়ে কৃষকরা ঘরে থাকায় অনেকে ধানকাটা শুরু করেনি। এ অবস্থায় সাগরে সৃষ্টি ঘূর্ণিঝড় আম্পান ধেয়ে আসার খবরে উৎকণ্ঠায় আছেন কৃষকরা। জেলায় ১ হাজার ১০৪টি আশ্রয় কেন্দ্র প্রস্তুত রাখা হয়েছে।

মনপুরা (ভোলা) প্রতিনিধি জানান, ঘূর্ণিঝড় আম্পানের কারণে মনপুরা উপজেলা থেকে বিচ্ছিন্ন কলাতলীরচর, ঢালচর ও চরশামসুদ্দিনের

বাসিন্দারা রয়েছে চরম ঝুঁকির মধ্যে। ওই সব চরে প্রায় ২০ হাজারের বেশি মানুষ বসবাস করে। সেখানে পর্যাপ্ত আশ্রয় কেন্দ্র নেই বলে চরম ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে চরে বসবাসরত বাসিন্দারা। তবে উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে চরের বাসিন্দাদের নিরাপদে সরিয়ে নিতে ইতোমধ্যে প্রস্তুতি নিয়েছেন জানিয়েছেন ইউএনও বিপুল চন্দ্র দাস। এছাড়া উপজেলার ৭৪টি আশ্রয় কেন্দ্র প্রস্তুত করা হয়েছে।

আমতলী (বরগুনা) প্রতিনিধি জানান, আমতলী-তালতলী উপকূলের সাগর ও পায়রা নদী সংলগ্ন অঞ্চলের লক্ষাধিক মানুষ ঘূর্ণিঝড় আম্পানের ঝুঁকিতে রয়েছে। উপকূলের মানুষকে রক্ষায় উপজেলা প্রশাসন ব্যাপক প্রস্তুতি নিয়েছে। সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে মানুষকে আশ্রয় কেন্দ্রে রাখতে খোলা রাখা হয়েছে দুই উপজেলার একশ’ ২৮টি সাইক্লোন শেল্টার। সাগর ও নদীতে মাছ ধরা ট্রলার, নৌকা ও মানুষকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে যেতে সোমবার উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে মাইকিং করা হয়েছে।

দেশের সর্বপ্রথম লকডাউন হওয়া উপজেলা এখন করোনামুক্ত

প্রাণঘাতী করোনাভাইরাসের সংক্রমণ মুক্ত হল দেশের প্রথম লকডাইন উপজেলা মাদারীপুরের শিবচর। এই উপজেলায় প্রথম করোনা রোগী শনাক্ত হয় গত ১৪ মার্চ। এরপর এক সপ্তাহে বৃদ্ধি পেয়ে রোগীর সংখ্যা দাঁড়ায় ৮ জনে। পর্যায়ক্রমে মোট ২৪ জন করোনা রোগী শনাক্ত হয় শিবচর উপজেলায়। এর মধ্যে মারা যান এক বৃদ্ধসহ দুজন। গত ২৪ ঘণ্টায় সর্বশেষ একজন রোগী সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন। এ নিয়ে উপজেলার ২২ জনই এখন সুস্থ।

এদিকে চলতি মাসের ৬ তারিখের পর নতুন কোনও করোনা রোগী শনাক্ত হয়নি এ উপজেলায়। তবে করোনার সংক্রমণ এই উপজেলায় কমে এলেও মানুষের মধ্যে এখনও আতঙ্ক রয়েছে। বাজারগুলোতে সামাজিক দূরত্ব নিশ্চিত না হলে নতুন করে করোনা সংক্রমণ বাড়তে পারে বলে মনে করছে সচেতন মহল।

জেলা সিভিল সার্জন ও উপজেলা স্বাস্থ্য বিভাগ সূত্রে জানা যায়, শিবচর উপজেলায় করোনা আক্রান্ত ২৪ জনের মধ্যে মারা গেছেন দুজন। একজন স্থানীয় ও অপরজন ঢাকাফেরত। গত ১৪ মার্চ প্রথম করোনা রোগী শনাক্ত হওয়ার এক সপ্তাহের মধ্যে রোগীর সংখ্যা দাঁড়ায় ৮ জনে।

দ্বিতীয় দফায় ১ এপ্রিল থেকে ১২ দিনে শনাক্ত হয় আরও ১১ জন। সবশেষ চলতি মাসের প্রথম সপ্তাহে ঢাকাফেরত একই পরিবারের চারজনের শরীরে করোনা শনাক্ত হয়।

গত ১৯ মার্চ রাত থেকে দেশের প্রথম কন্টেইনমেন্ট (নিয়ন্ত্রিত এলাকা) ঘোষণা করা হয় মাদারীপুরের শিবচর উপজেলাকে। করোনা রোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় ৫ এপ্রিল থেকে পুরো শিবচর উপজেলাকে লকডাউন ঘোষণা করে প্রশাসন।

অপরদিকে চলতি মাসের ১০ তারিখের পরে এক সপ্তাহে শিবচরে করোনায় আক্রান্ত হওয়ার পর সুস্থ হন পাঁচজন। এর মধ্যে এক নারী চিকিৎসক ও তার সাত বছর বয়সী এক মেয়েও রয়েছে।

এছাড়া গত ২৪ ঘণ্টায় শিবচর উপজেলার আলেপুর এলাকার শহিদুল হাওলাদার
(৩৮) নামে এক ঢাকাফেরত যুবককে মাদারীপুর সদর হাসপাতালের আইসোলেশন ওয়ার্ড থেকে ছাড়পত্র দেওয়া হয়। এর মাধ্যমেই এখন করোনামুক্ত হল শিবচর উপজেলা।

উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কর্মকর্তা ডা. শশাঙ্ক চন্দ্র ঘোস গণমাধ্যমকে বলেন, আমরা চিফ হুইপের নির্দেশনা অনুযায়ী উপজেলা প্রশাসন, পুলিশ, জনপ্রতিনিধি ও স্বাস্থ্য বিভাগ এসাথে কাজ করছি বলেই এই সফলতা এসেছে। শিবচর এক সময় আতঙ্কের নাম হলেও এখন সারাদেশে এক সফলতার নাম।

মাদারীপুরের সিভিল সার্জন মো. সফিকুল ইসলাম বলেন, জেলার মধ্যে শিবচর উপজেলায় করোনা পরিস্থিতি ভালো। নতুন সংক্রমণ আপাতত নেই। ২৪ ঘণ্টায় চিকিৎসধীন এক যুবককে সদর হাসপাতাল থেকে ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছে। এখন এই উপজেলায় আক্রান্ত ২৪ জনের ২২ জনই সুস্থ হয়ে বাড়িতে আছেন, মারা গেছেন দুজন। শিবচরে আর কেউ চিকিৎসাধীন নেই। তবে শিবচরে এখনও ঝুঁকি আছে। আমাদের স্বাস্থ্য বিভাগের কর্মীসহ সবাই দিনরাত কাজ করছেন।

জেলা প্রশাসক ওয়াহিদুল ইসলাম গণমাধ্যমকে বলেন, সারাদেশে যখন ১৮ জন করোনা রোগী ছিল তখন শিবচরেই ছিল ১০ জন। সেই পরিস্থিতি থেকে

শিবচর এখন করোনা রোগীমুক্ত। এই সাফল্যের জন্য স্থানীয় সংসদ সদস্য চিফ হুইপ নূর-ই-আলম চৌধুরী মডেল। তার সার্বক্ষণিক নজরদারি ও নির্দেশনা অনুসারে খাবার সহায়তা প্রদানসহ স্বাস্থ্যকর্মী, প্রশাসনকি কর্মকর্তা, আইনশৃঙ্খলা বাহিনী, জনপ্রতিনিধি, আওয়ামী লীগ ও সহযোগী সংগঠনের নেতারা এবং গণমাধ্যমকর্মীরা ঐক্যবদ্ধ তৎপরতা চালিয়েছেন। তবে শিবচর উপজেলা এখনও ঝুঁকি মুক্ত নয়। শিবচরবাসীকে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার আহ্বান জানান তিনি।

কুষ্টিয়ায় করোনা জীবাণুমুক্তকরণ টানেল উদ্বোধন

কুষ্টিয়ায় সেনাবাহিনীর তত্ত্বাবধানে করোনা জীবাণুমুক্তকরণ টানেল উদ্বোধন করা হয়েছে। গতকাল সোমবার দুপুর দেড়টায় কুষ্টিয়া শহরের এনএস রোডে করোনা টানেলটি উদ্বোধন করেন ২১ পদাতিক ব্রিগেডের অধিনায়ক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল রিয়াজুর রহমান।

৫৫ পদাতিক ডিবিশন যশোর সেনানিবাসের তত্ত্বাবধানে টানেলটি নির্মাণ করা হয়। টানেল উদ্বোধন শেষে ২১ পদাতিক ব্রিগেডের অধিনায়ক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল রিয়াজুর রহমান বলেন, “যতদিন এই অঞ্চলে করোনাভাইরাসের প্রভাব থাকবে ততদিন পর্যন্ত এ টানেল কন্টিনিউ করা হবে।”

এসময় উপস্থিত ছিলেন, কুষ্টিয়া জেলা প্রশাসক মো. আসলাম হোসেন, পৌর মেয়র আনোয়ার আলী, পুলিশ সুপার এস এম তানভীর আরাফাত, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক মুস্তাফিজুর রহমান।

চুয়াডাঙ্গায় ক্রেতা-বিক্রেতাকে জরিমানা

চুয়াডাঙ্গায় নির্দেশনা অমান্য করে মার্কেট খোলা রেখে পণ্য কেনাবেচার অভিযোগে ২৪জন ক্রেতা-বিক্রেতাকে জরিমানা করেছে ভ্রাম্যমান আদালত।

গতকাল সোমবার দুপুরে শহরের নিউ মার্কেটে এ অভিযান চালানো হয়। অভিযানে তাদের কাছ থেকে ৭৫হাজার ৯০০ টাকা জরিমানা আদায় করা হয়।

ভ্রাম্যমাণ আদালত সূত্র জানায়, গত ১৫ মে থেকে করোনার সংক্রমণ রোধে জেলার সকল মার্কেট-শপিংমল বন্ধ ঘোষণা করা হয়।

কিন্তু এ নির্দেশনা অমান্য করে শহরের নিউ মার্কেটের ব্যবসায়ীরা ভোর থেকে গোপনে ব্যবসায়িক কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে- এমন খবরের ভিত্তিতে গতকাল সোমবার সকাল থেকে নিউ মার্কেটে ভ্রাম্যমাণ আদালত অভিযান চালায়।

অভিযানে মার্কেটের দোকানগুলো বাইরে থেকে তালাবদ্ধ রেখে ভিতরে পণ্য কেনাবেচা প্রমাণ মেলে। এমন অভিযোগে ২৪ জন ক্রেতা বিক্রেতাকে ভ্রাম্যমাণ আদালতে সোপর্দ করা হয়। পরে তাদেরকে ৭৫ হাজার ৯০০ টাকা অর্থদন্ড করা হয়।

অভিযান পরিচালনা করেন জেলা প্রশাসনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট জান্নাতুল ফেরদৌস, হাবিবুর রহমান ও ফিরোজ হোসেন।

ভ্রাম্যমাণ আদালতের বিচারক ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট জান্নাতুল ফেরদৌস জানান, জরিমানার অর্থ আদায় করা সকলে সরকারি নির্দেশনা অমান্য করে ঈদ বাজারে কেনাবেচায় অংশ নিয়েছিল। এদের মধ্যে মার্কেটের নিউ ফালগুনি বস্ত্রালয়ের মালিক আশরাফুল হক ফিরোজকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। পরে তাদেরকে পণ্য কেনাবেচা না করার জন্য অঙ্গীকার করানো হয়।

মেহেরপুরে গার্মেন্টস মালিকদের গোপনে ব্যবসা

মেহেরপুর প্রায় প্রতিটি পোশাক, কসমেটিক ও পাদুকার দোকানে চলছে গোপনে ব্যবসা। গত ২৪ মার্চ থেকে করোনার প্রাদুর্ভাবের কারণে নিত্যপ্রয়োজনীয় ব্যতিত সকল ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দেয় প্রশাসন। কিন্তু আসন্ন ঈদ-উল ফিতরের কারণে গত ১০ মে থেকে সীমিত আকারে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান খোলার অনুমতি দেয় সরকার। পরে করোনার ভয়বহতা বৃদ্ধির কারণে ১৮ মে সোমবার থেকে পুনরায় ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বন্ধের ঘোষণা দেয় মেহেরপুর জেলা প্রশাসন।

কিন্তু এই ঘোষণা উপেক্ষা করে মেহেরপুর শহরের বেশ কিছু গার্মেন্টস গোপনে ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে। মেহেরপুর সহ আশেপাশের জেলা থেকেও লোকজন এসে ভিড় জমাচ্ছে এই সব বিপণী বিতান গুলোতে।

গতকাল সোমবার শহরের বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে দেখা যায় প্রায় প্রতিটি দোকানের শাটার বন্ধ করে ভিতরে কাস্টমার রেখে ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে। বড় বাজার এলাকায় কিছু দোকানের এই দৃশ্য সাংবাদিক ধারণ করলে দোকান মালিকদের তোপের মুখে পড়তে হয়। পরে তাদের সাথে কথা কাটাকাটির সৃষ্টি হয়। ঘটনাস্থলে সদর থানার পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রন করে।

পরে দোকান মালিকদের সাথে আলোচনা না করে জেলা প্রশাসন থেকে দোকানপাট বন্ধ ঘোষণা করায় ক্ষোভ প্রকাশ করে ব্যবসায়ী নেতারা। এ নিয়ে সোমবার বিকালে একটি জরুরী বৈঠক করেন জেলার বিভিন্ন বাজার কমিটির সভাপতি-সম্পাদকরা। আজ মঙ্গলবার জেলা প্রশাসকের সাথে এ নিয়ে আলোচনা করবেন বলে সভায় সিদ্ধান্ত হয়।

বড় বাজার ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি মনিরুজ্জামান দিপু জানান, “দীর্ঘদিন বন্ধ থাকার পর গত ১০ তারিখে দোকানপাট খোলার অনুমতি দেয় সরকার। এজন্য প্রতিটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ঈদ উপলক্ষে মালামাল ক্রয় করেছে। এমন অবস্থায় হটাৎ করে আবার আমাদের সাথে আলোচনা না করে বন্ধ ঘোষণা করেছে মেহেরপুর জেলা প্রশাসন।

জেলার প্রায় ১৫ হাজার মালিক কর্মচারি এতে বিপাকে পড়েছে। তাদের বেতন ভাতা নিয়ে বেশ চিন্তাই পড়েছে দোকান মালিকরা। এসময় হয়তো কেউ কেউ গোপনে ব্যবসা করতে পারে। যদি কোন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান

সাংবাদিকদের সাথে খারাপ আচরণ করে তবে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।”

‘ইয়ুথ নেটওয়ার্ক সেন্টার’ এর লাইভে ডিএমপির কমিশনার নাসিরুল্লাহ্

সংগঠনটির নাম ‘ইয়ুথ নেটওয়ার্ক’। বয়স প্রায় সাড়ে সাত বছর। ২০১৬ এর আগে অব্দি তারা কাজ করতো সামাজিক বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে। ২০১৬ থেকেই তারা সামাজিক কাজটাকে ধরে রাখার পাশাপাশি তাদের সাংগঠনিক মূল লক্ষ্যকে দাঁড় করায় ‘স্কিল ডেভেলপমেন্ট’কে। এ পর্যন্ত কখনই তারা তাদের কোনো ধরণের কার্যক্রমকে ফেসবুকে বা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোতে আনেনি।

কোয়ারেন্টাইনের মধ্যে মানুষ যেন বিনামূল্যেই ভালো কিছু শিখতে পারে ঘরে বসেই, সেজন্য ‘ইয়ুথ নেটওয়ার্ক’ এবার অনলাইন লার্নিং ভিত্তিক একটি প্রোজেক্ট গ্রহণ করেছেন, যেটির নাম ‘ইয়ুথ নেটওয়ার্ক সেন্টার’। একটি গ্রুপের মাধ্যমে তাদের বিভিন্ন দক্ষ মানুষকে ‘লাইভ শো’তে এনে অনলাইন পাঠদান কার্যক্রম শুরু হয় ২৫ এপ্রিল থেকে, যদিও গ্রুপটির সৃষ্টি ১৮ এপ্রিল। এক মাসেরও কম সময়ে তারা ইতোমধ্যেই সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে মানুষের কাছে ভালো একটি জায়গা করে নিতে পেরেছে। এই লাইভ শো’গুলো উপস্থাপনা করে চলেছেন ‘ইয়ুথ নেটওয়ার্ক’এর প্রতিষ্ঠাতা এবং উপস্থাপক ঈশা খান (অপূর্ব)।

১৯ মে তাদের এই লাইভ শো এর অষ্টম পর্ব অনুষ্ঠিত হতে চলেছে এবং এই পর্বে সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ (ডিএমপি)-এর কাউন্টার টেরোরিজম এন্ড ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম ইউনিটের সাইবার সিকিউরিটি এন্ড ক্রাইম ডিভিশনের সম্মানিত সিনিয়র এ্যাসিস্টেন্ট কমিশনার জনাব সাইদ নাসিরুল্লাহ্। ১৯ মে ঠিক রাত ৯ টায় ‘ইয়ুথ নেটওয়ার্ক’এর অফিসিয়াল ফেসবুক ফ্যান পেইজ থেকে এই লাইভটি সম্প্রচার করা হবে। এই শো-এর

আলোচনার বিষয় বস্তু নির্ধারণ করা হয়েছে ‘সাইবার ক্রাইম’।

‘ইয়ুথ নেটওয়ার্ক’ এর প্রতিষ্ঠাতা ঈশা খান (অপূর্ব)’ এর কাছে এই লাইভ শো-এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য জানতে চাওয়া হলে, উত্তরে তিনি বলেন, “আমরা মূলত খুবই সুনির্দিষ্ট বিষয়ের উপর দক্ষ মানুষকে অতিথি হিসেবে আমন্ত্রণ জানানোর চেষ্টা করছি। আমরা জানি, আমাদের অডিয়েন্স বেশিরভাগই মফস্বল শহরাঞ্চলগুলো থেকে বা যাদের সাথে ঢাকার সম্পর্ক তুলনামূলক কম। ঢাকা কেন্দ্রীক মানুষ কিছুটা হলেও এই ধরণের জ্ঞান পাওয়ার সুযোগ পায়। কিন্তু মফস্বলের ছাত্র-ছাত্রীরা অনেক কিছু থেকেই এখনও অনেকটাই বঞ্চিত। দ্বিতীয়ত, যতটুকু তারা পায়, সেটাও এমনভাবে পায় যে সেগুলো বুঝতে গেলেও কাউকে আগে থেকেও কিছুটা স্টাডি করে রাখতে হয়। সেই কারণে আমরা চেষ্টা করি আমাদের আলোচনাকে খুবই সহজবোধ্য করার যেন সকলেই নির্দ্বিধায় এটি বুঝতে পারে”।

একই সাথে আমরা ঈশা খান (অপূর্ব)-এর কাছে প্রশ্ন রেখেছিলাম এই পর্বে সিনিয়র এ্যাসিস্টেন্ট কমিশনার মহোদয়কে অতিথি হিসেবে রাখা এবং এই পর্বের বিষয়ে। এ সম্পর্কে উত্তরে তিনি বলেন, “কোয়ারেন্টাইনে মানুষ সবাই ঘরে বসে। সুতরাং, তারা সবচেয়ে বেশি সময় কাটাচ্ছে অনলাইন দুনিয়াতেই। সোস্যাল মিডিয়া সহ অন্যান্য অনলাইন সাইটগুলো অতি মাত্রায় ব্যবহার করলেও, আমরা এর থেকে কী ধরণের অপরাধ সংঘটিত হতে পারে, এ সংক্রান্ত জ্ঞান সবার মাঝে নেই।

সেই কারণেই আমরা চেষ্টা করেছি এই ‘সাইবার ক্রাইম’ বিষয়েই একটি পর্বের আয়োজন করতে। সাইদ নাসিরুল্লাহ অভি ভাইয়াকে অসংখ্য ধন্যবাদ তিনি আমাদের সাথে এত সুন্দর ভাবে কো-অপারেট করেছেন। আমরা ছোট মানুষ। তবুও তিনি খুব আন্তরিকভাবেই আমাদেরকে গ্রহণ করেছেন এবং এই উদ্যোগী আয়োজনকে সাধুবাদ জানিয়েছেন। একই সাথে বিশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি ‘দা বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড’-এর ক্রাইম ডিপার্টমেন্টের করেস্পন্ডেন্ট এবং বড় ভাই জিয়া চৌধুরি ভাইয়াকে। এই পর্বের জন্য উনার আন্তরিকতাও ছিল চরমে। এই মানুষগুলোকে সাথে না পেলে কোনোভাবেই এই আয়োজন এত সুন্দরভাবে করা সম্ভব ছিল না”।

‘ইয়ুথ নেটওয়ার্ক’এর পক্ষ থেকে সকলকে এই লাইভ আয়োজনটি দেখার জন্য আমন্ত্রন জানিয়েছেন ১৯ মে বাংলাদেশ সময় ঠিক রাত ৯টায়।

মেহেরপুরে কৃষকের ধান কেটে দিলেন যুবলীগ

জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন এমপির নির্দেশ অনুযায়ী সদর উপজেলা দক্ষিণ শালিকা গ্রামে কৃষকের ধান কেটে দিলেন যুবলীগ নেতাকর্মীরা।

গতকাল সামবার বিকালে দক্ষিণ শালিকা গ্রামে কৃষকের ১ বিঘা ধান কেটে দিলো যুবলীগ নেতা কর্মীরা।

জেলা যুবলীগের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক হিরন জানান, সব সময় সৎ কাজে নিয়োজিত থাকি। আমাদের এই কর্মসূচি করোনা মোকাবেলায় গরিব কৃষকরা ধান কাটতে পারছেনা তারই পরিপেক্ষিতে জনপ্রসাশন প্রতিমন্ত্রির নির্দেশে আমরা এই ধান কাটা কর্ম সূূূচি পালন করে যাচ্ছি।

তিনি আরও বলেন, এখন পর্যন্ত যারা ধান কাটতে পারেননি তারা আমাদের খবর দিলে আমরা তাদের পাশে দাড়াবো।

এসময় উপস্থিত ছিলেন, জেলা ছাত্র লীগের সধারণ সম্পাদক বায়েজিদ বোস্তামিজ, জেলা মুক্তিযোদ্ধা প্রজন্মলীগের আহবায়ক রন্টু জোয়ার্দ্দার, যুুগ্ন আহবায়ক তারিকুল ইসলাম রাজিব, যুবলীগ নেতা মিজানুর রহমান মিজান, রাজু আহমে, লিটন, আজিম, রনি সহ দলীয় নেতা কর্মীরা।

দেশে একদিনে সর্বোচ্চ ২১ জনের

মৃত্যু, আক্রান্ত ১৬০২

দেশে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে গত ২৪ ঘণ্টায় আরও ২১ জনের মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ৩৪৯ জনে।

এই সময়ের মধ্যে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ১ হাজার ৬০২ জন। এ নিয়ে সর্বমোট আক্রান্ত ২৩ হাজার ৯৫৮।

দেশে একদিনে করোনায় মৃত্য ও আক্রান্ত রোগীর সংখ্যার হিসাবে এটিই সর্বোচ্চ।

সোমবার বিকালে স্বাস্থ্য অধিদফতরের নিয়মিত সংবাদ ব্রিফিংয়ে এসব তথ্য তুলে ধরেন অধিদফতরটির অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন) অধ্যাপক ডা. নাসিমা সুলতানা।

ঈদের কেনাকাটা করতে গেছেন ২৩ করোনা আক্রান্ত, এলাকাজুড়ে আতঙ্ক

যতই দিন যাচ্ছে দেশের করোনা পরিস্থিতি ততই খারাপ হচ্ছে। ইতোমধ্যে সারাদেশে ২২ হাজার ২৬৮ জন করোনা রোগী শনাক্ত হয়েছে। এর মধ্যে মৃত্যু হয়েছে ৩২৮ জন। আর এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ৪ হাজার ৩৭৩ জন।

ইতোমধ্যে দেশের সব জেলায় ছড়িয়ে পড়েছে প্রাণঘাতী এই ভাইরাসের সংক্রমণ।

এদিকে, এতদিন সাতক্ষীরা জেলায় করোনাভাইরাস সংক্রমণ ভালোভাবে প্রতিরোধ করেছিল স্থানীয় প্রশাসন। কিন্তু রবিবার হঠাৎ পাল্টে যায় সেখানকার করোনা পরিস্থিতির চিত্র। একসঙ্গে ২৪ জনের করোনা পজিটিভ রিপোর্ট এসেছে। করোনা আক্রান্তরা করেছেন ঈদের কেনাকাটাও।

১ মে নারায়ণগঞ্জ থেকে একটি ট্রাকে সাতক্ষীরার দেবহাটায় ফেরেন ২৪ জন ইটভাটা শ্রমিক। তাদের দেবহাটা খানবাহাদুর আহসানউল্লাহ কলেজের প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইনে রাখা হয়। সেখানে ৫ মে এক যুবকের শরীরে করোনা শনাক্ত হয়। এরপর বাকিদের নমুনা সংগ্রহ করা হয়। বাকি ২৩ শ্রমিকের উপসর্গ না থাকায় ১৪ মে কোয়ারেন্টাইন থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়। কিন্তু দুইদিন পর ২৩ শ্রমিকের সবার করোনা পজিটিভ রিপোর্ট এসেছে।

জানা গেছে, আক্রান্ত ২৩ শ্রমিকের মধ্যে এক পরিবারের দুই শিশু ও তার মা-বাবার করোনা পজিটিভ এসেছে। তারা দেবহাটার খান বাহাদুর আহসান উল্লাহ কলেজে কোয়ারেন্টাইনে ছিলেন। তাদের বাড়ি সাতক্ষীরা সদরের ধূলিহর এলাকায়। কোয়ারেন্টাইনমুক্ত হয়ে তারা দেবহাটা থকে সাতক্ষীরার বাড়িতে ফেরেন। আক্রান্তদের মধ্যে দেবহাটা সদর ইউনিয়নের একজন গ্রাম পুলিশও রয়েছেন। বাকি আক্রান্তদের বাড়ি দেবহাটা উপজেলার বিভিন্ন গ্রামে।

দেবহাটা উপজেলার বাসিন্দা মাহমুদুল হাসান শাওন গণমাধ্যমকে বলেন, কোয়ারেন্টাইন থেকে ১৪ মে মুক্তির পর এসব শ্রমিক পরিবারের জন্য ঈদের কেনাকাটা করাসহ বাজারে ঘুরেছেন। কেউ ভ্যান চালিয়েছেন। আক্রান্তরা এলাকায় চষে বেড়িয়েছেন। মারাত্মক ঝুঁকির মধ্যে পড়ছে দেবহাটা উপজেলা। হঠাৎ এ খবর পাওয়ার পর আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে সর্বত্র।

দেবহাটা থানা পুলিশের ওসি বিপ্লব কুমার সাহা গণমাধ্যমকে বলেন, ট্রাকে এসব শ্রমিক ১ মে দেবহাটায় ফেরার পর প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইনে নেওয়া হয়। তবে আমাদের না জানিয়ে তাদের কোয়ারেন্টাইন থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। আক্রান্ত সবার বাড়িই লকডাউন করা হবে।

দেবহাটা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সাজিয়া আফরীন বলেন, প্রশাসনের নজর এড়িয়ে করোনা আক্রান্তদের এলাকায় ঘুরে বেড়ানো অত্যন্ত দুঃখজনক। তবে বিষয়টি আগে কেউ প্রশাসন বা পুলিশকে জানায়নি। করোনা আক্রান্ত সবার বাড়ি লকডাউন করা হয়েছে। জেলা প্রশাসকের নির্দেশনা পেলে করোনা ছড়িয়ে পড়া ইউনিয়নগুলোও লকডাউন করা হবে।

সাতক্ষীরার সিভিল সার্জন ডা. মো. হুসাইন সাফায়াত বলেন, রবিবার বিকালে হাতে পাওয়া রিপোর্টে ২৪ জনের করোনা পজিটিভ এসেছে। এর মধ্যে দেবহাটা উপজেলার ২৩ জন। আর আশাশুনি উপজেলার একজন। দেবহাটা

উপজেলার সবাই ইটভাটা শ্রমিক। তারা প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইনে ছিলেন। সেখানে ২৪ জন ইটভাটা শ্রমিক ছিলেন। প্রথমে একজনের করোনা রিপোর্ট পজিটিভ ধরা পড়ে। এরপর বাকিদের নমুনা সংগ্রহ করে পাঠানো হয়।

তিনি বলেন, কোয়ারেন্টাইনে একত্রে থেকে একজন থেকে বাকি ২৩ জনের শরীরেও ছড়িয়ে পড়েছে করোনা। হাঠাৎ সাতক্ষীরার করোনা পরিস্থিতির চিত্র এলোমেলো হয়ে গেছে। তাদের সংস্পর্শে কারা এসেছিলেন তাদের খুঁজে বের করার চেষ্টা করছি। প্রয়োজনে দেবহাটা উপজেলা লকডাউন করা হবে।

এদিকে, রবিবার বিকাল পর্যন্ত সাতক্ষীরায় করোনা শনাক্ত ছিল তিনজন। যশোরের শনাক্ত হওয়া এক স্বাস্থ্যকর্মী ছিলেন সাতক্ষীরায়। এছাড়া ঢাকা থেকে পালিয়ে এসেছেন একজন আক্রান্ত নারী। সব মিলিয়ে এখন সাতক্ষীরায় করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ২৯ জন। সুস্থ হওয়া ব্যক্তি যশোরের ওই স্বাস্থ্যকর্মী। সূত্র-বাংলাদেশ প্রতিদিন